দৈনিক বাংলা
তারিখ 29 MAY 1990
পৃষ্ঠা ১

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অবসান চাই ঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্য অর্জনে একটি সামাজিক এবং জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আরেকবার নির্বাচিত হলে তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর ও দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ লোক শিক্ষিত হয়েছে এটা তিনি দেখতে চান।

তিনি বলেন, সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা জাতির কাছে দেয়া তার সরকারের একটা প্রতিশ্রুতি। এ লক্ষ্য অর্জনে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (আইসিসি) কমিটি কক্ষে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছি-

(শেষ পৃঃ ৪—এর কঃ দ্রঃ)

অবসান চাই ঃ এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

লেন। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এই পরিষদের প্রধানউপদেষ্টা।

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদও এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। পরিষদের অনেক সদস্য এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেয়। বৈঠকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকারও এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন জাতীয় জীবনে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, 'দু' হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে তার সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

তিনি বলেন, অতীতে বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, তারা অনেক রিপোর্টও প্রণয়ন করেছেন-কিন্তু সাক্ষরতার হার শতকরা ২২ থেকে ২৫ ভাগের ওপরে ওঠেনি। একথা মনে রেখেই বাস্তবায়ন করা যাবেনা এমন কোন কর্মসূচী আমরা চাইনি। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গৃহীত সীমিত কর্মসূচীর সফল করতে আমরা সকলের সহযোগিতা ও সুপারিশ চাই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দু'হাজার সাল শুরু হতে আর মাত্র ১০ বছর বাকী। ৫০ বছরের কাজ ১০ বছরে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তা নাহলে আমরা দু'হাজার সালে পদার্পনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবোনা।

জাপানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে কোন শিক্ষা অথবা প্রযুক্তিছিলনা, কিন্তু ১৯৬০ সালে জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এখন আমরা তার ফল দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে জাপান সকল ক্ষেত্রে বিশ্বে অন্যতম উন্নত দেশ।